হাশেম খানের চিত্রমেলা২০০৮

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর

হাশেম খানের কাজের একটি উৎস : প্যাস্টরালিজম সাহিত্যে প্যাস্টরালিজম। জসিমউদ্‌দীনের কবিতায়, আল মাহমুদের কবিতায় বিভিন্ন ডালপালা মেলেছে। এই ডালপালা, চিত্রকলার ক্ষেত্রে, হাশেম খানের কাজে, আলোক ও অন্ধকার, রৌদ্র ও ছায়া মেলে ধরেছে। প্যাস্টরালিজম, রোমান্টিক আন্দোলনগুলোর সগোত্র। এসব আন্দোলন, স্টাইলিস্টিক টার্মসে ব্যাখ্যা করা দুরূহ। কিন্তু যে চরিত্র স্পষ্ট সে হচ্ছে ভিশনের নিত্যতা। এই ভিশন অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত আমাদের নিসর্গের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে। নিসর্গের অন্বেষণ ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুর অধিক, স্বাভাবিক এবং মানুষী ফর্মের প্রতিভাসের অধিক। হাশেম খানের কাছে এবং তার চোখে এসব নিসর্গের এবং নিসর্গের মধ্যে স্থাপিত মানুষী ফর্ম, পশুপাখির ফর্ম, নৌকার ফর্মের রূপান্তর, এসব প্রায়শই তার চোখে তৈরি করে আধ্যাত্মিক ভিশন, এই ভিশন বস্তু ও বাস্তবের সারফেস বদলে দেয়, কল্পনাকুশল রূপান্তরণের দিকে। নিসর্গ, তার কাজে সাবজেকটিভ ও অবজেকটিভ এক ক্ষেত্র, যেখানে গভীরতর ব্যক্তিগততা এবং জাঁকালো ঐতিহ্য মেলানো যায় এক নতুন ও পূর্বতন অ-দেখা দিকে।

তার কাজে দেখা দিয়েছে ধারাবাহিক রোমান্টিক ঐতিহ্যের উদ্ধার এবং বাংলা সাংস্কৃতিক প্রবণতার উদ্‌যাপন। এই প্রবণতা কী আধুনিকতার মূলধারা বিরোধী? এই প্রবণতা মূলধারার অন্তর্গত। হাশেম খানের কাজ এচিং-এর ঐতিহ্য ও কোলাজের ঐতিহ্য থেকে তৈরি হয়েছে। এচিং-এর ধারা রোমান্টিসিজমের মাটিতে প্রোথিত এবং বাংলার রোমান্টিসিজম জাঁকালো, বিস্তৃত, অধিকতর ব্যাপ্ত এচিংয়ের ঐতিহ্যের চেয়ে। রোমান্টিক ইন্দ্রিয়তা কোলাজের মাধ্যমে ছড়িয়েছে সাংস্কৃতিক উৎসমূলের বিভিন্ন ক্ষেত্রে : সাহিত্যে, ব্যবসায়, চিত্রকলায় এবং ক্রিটিকাল চিন্তার ক্ষেত্রে। বাংলার সেনসিবিলিটি, সাহিত্য ও চিত্রকলায় বিস্তৃত, উৎসারিত হয়েছে এইসব উৎস থেকেই। বাংলার আধুনিকতা গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত। বাংলার লোকজ সংস্কৃতি এবং ব্রিটিশ উপনিবেশিক ও পাকিস্তানি উপনিবেশিক মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব জয়নুল আবেদিন থেকে কামরুল হাসান থেকে সুলতান পর্যন্ত শিল্পীদের কাজে সঞ্চারিত হয়েছে সাবলীলভাবে। তারা ঐতিহ্যকে গ্রামীণ মূল্যবোধ উদ্ভিদ্যমান বুর্জোয়া মূল্যবোধের মধ্যে মিলিয়ে আধুনিকতার দিকে অগ্রসর হয়েছেন এবং তারা পূর্ববর্তী সংস্কৃতির কোনো র‍্যাডিক্যাল প্রত্যাখ্যান করেননি। বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে ধনতান্ত্রিক আধুনিকতার বিস্তৃতি সম্বন্ধে একটা গভীরতর দ্বিধাও কাজ করেছে। এই দ্বিধা রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও সক্রিয়। তাঁর কাছে এবং

ষাঁড়: তেল রঙ

জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, সুলতানের কাছে সংস্কৃতির মডেল ছিল মেকানিজমের জায়গায় প্রকৃতি। চিত্রকলার ক্ষেত্রে প্যাস্টরাল নিত্যতার প্রাবল্য সবচেয়ে সক্রিয় নিসর্গ ঐতিহ্যের, জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, সুলতানের কাজে।

কিন্তু এই গ্রামীণ ভিশন টুটাফুটা হয়ে যায় সময়ের চাপে। ভবিষ্যতের ভিশন হিসাবে প্রক্ষিপ্ত স্বর্গের আশা কিংবা মোহের আশার জায়গায় দেখা দেয় বর্তমানের নরক। জয়নুলদের কাজে রাখালিয়া সরলতার যে সান্ত্বনা প্রতিফলিত, তা আস্তে আস্তে দুঃখের, যন্ত্রণার আলেখ্য হয়ে ওঠে। ঢাকা শহরের অসুস্থ জীবন যাপনের বিপরীতে, সকল বিচ্ছিন্নতার পরপারে কোথাও একখন্ড শান্তি কিংবা সান্ত্বনা কিংবা মোক্ষ আছে। গ্রামীণতা থেকে উত্থিত, গ্রাম ও শহরের সহযোগিতার আধুনিকতার দিকে হাশেম খান হাত বাড়িয়েছেন। এবস্ট্রাকশন একমাত্র সড়ক নয় আধুনিকতার দিকে পৌঁছাবার। গ্রামীণ বিকল্পের বিপরীতে, যেখানে বাংলাদেশে, ক্রমবর্ধমানভাবে গ্রাম প্রান্তিক হয়ে উঠেছে, যেখানে হাশেম খানরা শিল্পের ক্ষেত্রে প্যাস্টরাল প্রেরণা টিকিয়ে রেখেছেন। সাংস্কৃতিক দিক থেকে, প্যাস্টরালিজম বহুপ্রজ এবং সৃষ্টিশীল। রবীন্দ্রনাথের গ্রামীণ বাংলা এই প্যাস্টরাল বোধজাত। রবীন্দ্রনাথের প্যাস্টরাল কবিতায়, জসিমউদ্‌দীনের প্যাস্টরাল কবিতায়, জীবনানন্দের প্যাস্টরাল কবিতায়, আল মাহমুদের প্যাস্টরাল কবিতায় এই বোধ ডালপালা মেলেছে। এই বোধের অন্য দিক হচ্ছে শহরগুলোকে বসবাসের সু-জায়গা করে তোলা। হাশেম খান আধুনিক শহরের মধ্যেই প্যাস্টরালিজম খোঁজ করে চলেছেন। ভালোভাবে জীবন যাপনের জন্য এই বোধ ফিরে পাওয়া দরকার, তার কাজ এই বিশ্বাসটাই আমাদের মনে জাগিয়ে দেয়।

আর একদিক থেকে তাঁর কাজ বিশ্লেষণ করা হয়। গ্রামীণ জীবনের উদ্‌যাপনের বদলে গ্রামীণ জীবনের নস্টালজিয়াকে তিনি ব্যবহার করেছেন বাঙালি জীবনাদর্শ হিসাবে এবং এই ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে শহরের জীবনযাত্রা এবং শৈল্পিক আচরণকে সহনীয় করার চেষ্টা করেছেন। তার যুক্তি : এখানেই টেকনোলজির সঙ্গে নিসর্গের (গ্রামীণ নিসর্গের) মেলবন্ধন করা সম্ভব। প্যাস্টরালিজম এই অর্থে ঐতিহ্য, সংরক্ষণ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা করার উপায়। বাংলা সংস্কৃতি প্যাস্টরালিজমের মধ্যে দিয়ে শহরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং নোংরা, অপরিচ্ছন্ন জীবনের বিপরীতে অন্য একটি সু-জীবনের বার্তা ঘোষণা করছে। এ ধরনের মেলবন্ধন থেকে দেখা দেবে সু-মানুষ। এসব মানুষ থেকে তৈরি হবে প্রতীকী আইডিয়া, যে আইডিয়া মিথ ধ্বংস করবে না, বরং প্যাস্টরাল প্রতীকী ব্যবস্থা শেয়ার করার রাস্তাগুলো দেখাবে। এই রাস্তাগুলো নান্দনিকতা ও নৈতিকতার বিভিন্ন দিক। প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরের আগের মতো বসবাস করছেন না, প্রকৃতির মধ্যে বসবাস করছেন নানান ধরনের মানুষ, তাদের কাছে প্রকৃতি এক বিচিত্র সত্তা নয়, প্রকৃতিকে নৈতিকতা এবং নান্দনিকতার দিক থেকে বিবেচনা করা জরুরি হয়ে উঠেছে।

সেজন্য তার দিক থেকে প্যাস্টরালিজম হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতির বেশ কয়টি প্রতীকী আইডিয়া, যেসব থেকে আমরা আশা ধার করতে পারি। প্যাস্টরালিজম থেকে তৈরি হচ্ছে ধারাবাহিকতা, মানুষের সেক্যুলার ইমেজ, যে ইমেজের মধ্যে মানুষের নিজের সঙ্গে নিজের, মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সমঝোতা হচ্ছে। হাশেম খান প্রকৃতি স্টাডি করেছেন পুঙ্খানুপুঙ্খ, বিশদ ও বিস্তারিতভাবে, চোখ মেলে রেখেছেন ন্যাচারাল ফর্মের নির্দিষ্টতার দিকে। তার মধ্যে আছে ঐতিহ্যের বোধ, অতীতের সেরা কাজগুলোর সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার কৌশল। তার কাজ আবার, নিরাপোষভাবে সমকালীন, কল্পনাকুশল রূপান্তরণের এক অন্বেষণ, প্রকৃতির মধ্যে মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষা, হতচ্ছাড়া হতভাগা মানুষগুলোকে নান্দনিক রূপান্তরণের মধ্যে দিয়ে অন্য কোনো গন্তব্যে পৌঁছিয়ে দেয়া। তার বার্তা : প্রকৃতির সঙ্গে কল্পনাকুশল যুক্ততার মধ্য দিয়ে মানুষ নিজেকে রক্ষা করতে সমর্থ হচ্ছে সকল অশুভ থেকে, কুশ্রীতা থেকে, জঞ্জাল থেকে। এ হচ্ছে একটি সম্পূর্ণ সেক্যুলার ভিশন এবং প্রাকৃতিক এবং মানুষী ফর্মের কল্পনাকুশল বিস্তৃতি।